R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার :
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ ( মুর্শিদাবাদ )
ফোন : ৬৬০৯৩

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার :
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ
৪৭শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১০ই বৈশাখ বুধবার, ১৪০৩ সাল।
২৩শে এপ্রিল, ১৯৯৭ সাল।
নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

## টেলিফোন বিভাগে ভূতের রাজত্ব চললেও দেখার কেউ নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি টেলিফোন বিভাগের কাজ কারবার দেখে মনে হচ্ছে ঐ বিভাগের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভূত-প্রেত বাসা বেঁধেছে। প্রায়ই কনজিউমাররা নোটিশ পাচ্ছেন তাঁদের দু' তিন বছর পূর্বের কয়েকটি বিলের টাকা বাকী পড়ে আছে। যদি দেওয়া হয়ে থাকে তবে তার প্রমাণ দিতে হবে সপ্তাহের মধ্যে। না হলে ফাইন দিয়ে ঐ বিলের টাকা জমা দিতে হবে। তার উপরেও দেওয়া হচ্ছে এক অপমানজনক হুমকী লাইন কেটে দেওয়ার। অনেকে পেমেণ্ট দেওয়ার পর বড় একটা পুরোনো বিল রাখেন না। তবুও এই পরিস্থিতিতে পুরোনো গাদা ঘেঁটে রসিদ বার করতে বাধ্য হচ্ছেন। গ্রাহকদের অভিমত প্রশাসনিক গাফিলতির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে টেলিফোন বিভাগ অযথা গ্রাহকদের অপমানজনক 'লাইন কেটে দেবার হুমকী দিচ্ছেন'। এছাড়া আরও এক নতুন উৎপাত শুরু করেছেন রঘুনাথগঞ্জ টেলিফোন বিভাগ। শহরের রাস্তার ধার বারবার খুঁড়ে বিব্রত করছেন জনগণকে। এই নিয়ে মাস ছয়েকের মধ্যে প্রধান জনবহুল রাস্তার পাশ, প্রতিষ্ঠানগুলির দুয়োরের সামনে অন্ততঃ পক্ষে ৬ বার গর্ত খোঁড়া হলো। যার ফলে যাতায়াত কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। কেন যে বারবার গর্ত খুঁড়তে হচ্ছে তা জনসাধারণ বুঝতে অক্ষম।

## গঙ্গা কল্যাণ যোজনায় ২০০ কোটি টাকা মঞ্জুর

বিশেষ সংবাদদাতা : এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে গঙ্গা কল্যাণ যোজনায় ২০০ কোটি টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। এ বছরের পয়লা ফেব্রুয়ারী জাতীয় স্তরে কর্মসূচিটি চালু হয়। সমাজের দুর্বলতম মানুষের সাহায্য করাই এই কর্মসূচিটির মূল লক্ষ্য। ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের ভূগর্ভের জল ব্যবহার করে সেচের ব্যবস্থা করার উপরেই এই কর্মসূচিতে জোর দেওয়া হয়েছে। যে সব কৃষকদের বার্ষিক আয় এক হাজার টাকার কম তারা এই সূচির আওতায় আসবে। এর মধ্যে পঞ্চাশ শতাংশ হবে তপশীলী জাতি ও উপজাতি শ্রেণীভুক্ত কৃষক। এই সূচি অনুযায়ী ৮০ শতাংশ ব্যয়ভার বহন করবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## জঙ্গিপুর সাব-পোষ্টঅফিস কাজ চালানোর অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে

জঙ্গিপুর : ডাক-তার বিভাগের স্থানীয় অফিসটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ায় দোতলায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সাহেববাজারের সরুগলিতে সাব-অফিসটি দীর্ঘদিন থেকে আলো বাতাসহীন একটি ঘুপচি ঘরে কাজ করে চলছে। গ্রাহক এবং কর্মীদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ লোডশেডিং হলে কিছু দেখা যায় না, কাজ করতে খুব অসুবিধা হয়। গরমকালে চরম কষ্ট হয়। প্রয়োজনে দোতলায় স্থানান্তরিত করা হলেও উপযুক্ত ঘর নেই। সিঁড়িতে ওঠার রাস্তাটি খুব ছোট এবং উঁচু। ফলে, বয়স্ক মানুষের দোতলায় উঠতে খুব কষ্ট হয়। এ ব্যাপারে ঐ অফিসের পোষ্ট মাষ্টার তুলসী মণ্ডলকে জানতে চাইলে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন থেকে সহকর্মীদের অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরে আনলেও সুষ্ঠু ব্যবস্থা কিছু হয়নি। আর কতদিন এই অসুবিধার মধ্যে কর্মী এবং গ্রাহকদের কাজ চালাতে হবে কে জানে! অন্যদিকে শহরের এই ব্যস্ত অফিসটিতে কর্মীসংখ্যাও কম। ফলে, কাজ সামাল দিতে দু' একটি চেয়ারে স্বল্প সঞ্চয় এজেণ্টদেরও দেখা যায়।

## জলবিভাজিকা প্রকল্পে আদিবাসীরা বঞ্চিত

সাগরদীঘি : এই ব্লকের জলবিভাজিকা প্রকল্প চালু হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় আদিবাসীদের সে প্রকল্পে যোগ দেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পরিকল্পনায় যে নক্সা নির্মিত হয়েছে তাও ত্রুটিপূর্ণ। ৩ নং ও ৪ নং সীটের আদিবাসী নয় এমন ব্যক্তিদেরও আদিবাসী দেখিয়ে স্থান দেওয়া হয়েছে। ২ নং সীটে বাস করা আদিবাসীদেরও বাদ দেওয়া হয়েছে। ক্ষুব্ধ আদিবাসীরা এর বিরুদ্ধে বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতি, মুখ্য কৃষি আধিকারিক এবং জেলা-শাসককে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতি চাঁদপাড়ার ও মনিগ্রামের আদিবাসীদের উন্নতির জন্য মনিগ্রাম অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করে রেজুলিউসন গ্রহণ করেন। জেলা পরিষদের সভাধিপতিও এ ব্যাপারে সম্মতি জানান। কিন্তু বীরভূম জেলার সার্ভে অফিসার জলবিভাজিকা প্রকল্পের নক্সা থেকে চাঁদপাড়া ও মনিগ্রামের আদিবাসী মৌজা বাদ দিয়ে নক্সাটি নাকি প্রস্তুত করেছেন।

## সিপিএম থেকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় মারধোর

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী ১ ব্লকের বংশবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ জন সদস্য গত ২৩ ফেব্রুয়ারী উমরপুরে কর্মী সম্মেলনে সিপিএম থেকে কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের উপর সিপিএমের অত্যাচার চলছে। খবর রাতুরী ( ডাঁই ) গ্রামের জনৈকা সদস্যার স্বামী টনিক মাঝিকে রাতে ঘুম থেকে তুলে কয়েকজন (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই বৈশাখ বুধবার, ১৪০৩ সাল।

## ।। বন্দরের রাহু ।।

রাহুর দৃষ্টি অথবা রাহুর কবল বলিয়া একটি কথা বহুল প্রচলিত। এই গ্রহের প্রতিকূল দৃষ্টিতে জাতকের বহুপ্রকার দুর্ভোগ হয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। তাই নানাভাবে এই গ্রহের দৃষ্টিকে অনুকূল করিবার জন্য অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করিবার প্রথা দেখা যায়।

কলিকাতা বন্দর রাহুর দশায় পড়িয়াছে। জল যেমন জীবের জীবন, তেমনি কোন বন্দরেরও অস্তিত্বের মূলে রহিয়াছে এই জল। জলের অভাবে নদীর নাব্যতা কমিয়া গেলে বন্দর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমন কি পরিণামে হয়ত তাহার অপমৃত্যুও ঘটে।

আমাদের পত্রিকার ৩রা বৈশাখের সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন হইতে জানা যায় যে, ফরাক্কা ব্যারেজের উত্তরে গঙ্গায় এক বিশাল চর যাহা ২·৫ কিমি দীর্ঘ ও ৫০০ মি প্রস্থ, সৃষ্ট হওয়ায় উপযুক্ত পরিমাণে জল ব্যারেজে প্রবেশ করিতেছে না। চরের মাটি এখন শক্ত হইয়া কৃষিক্ষেত্র হইতেছে। গঙ্গার জলের স্রোত ব্যারেজমুখী হইতেছে না। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ব্যারেজের দিকে যতটুকু স্রোত আসিতেছে, তাহাও ভবিষ্যতে নাকি থাকিবে না। খররে প্রকাশ, চর কাটিবার পরিকল্পনা তেমন সাফল্য লাভ করে নাই। ফলে যাহাতে ব্যারেজ জলস্রোত পায়, তাহার চিন্তাভাবনা করা হইতেছে। গঙ্গা রিভার এরোশন বিভাগের মতে গঙ্গার ভাঙ্গন রোধ না করিলে উহার গতিপথ অন্য খাতে বহিতে পারে। তাই স্পার নির্মাণ সত্ত্বেও গঙ্গার পারকে বোল্ডার দিয়া বাঁধা প্রয়োজন। কিন্তু কাজ ঠিকমত না হওয়ায় স্রোতের দিক পরিবর্তন হইয়াছে এবং তজ্জন্য ব্যারেজ বিপন্ন হইতে বসিয়াছে। ইহার জন্য কলিকাতা বন্দর বিপন্ন হইবে।

আলোচ্য নিবন্ধে কলিকাতা বন্দরের ইহাই রাহুর দৃষ্টি। তদুপরি ভারত-বাংলাদেশের জলচুক্তি রাহুর দৃষ্টিকে আরও তীক্ষ্ণ-তীব্র করিয়াছে। কলিকাতা যদি ক্রমশঃ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে দেশের অর্থ-নীতিতে এক বিরাট বিপর্যয় আসিবে। এই সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন। উপযুক্ত 'গ্রহাচার্য' যদি এই গ্রহের অনুকূল দৃষ্টি আনিতে পারেন, তবে বন্দরের তথা এই হতভাগ্য রাজ্যের মঙ্গল।

## গ্রামের শ্যামল বুকে অশান্তির দাবানল

*কল্যাণকুমার পাল*

প্রকৃতির কোলেই গ্রামের জন্ম। ঈশ্বর যেন অকৃপণভাবে গ্রামগুলি সাজিয়ে রেখেছেন। তাই কবি Cowper বলে-ছিলেন, "God made the country and man made the town." সত্যি কথা বলতে কী গ্রাম ঈশ্বরেরই দান। প্রকৃতির শ্যামল আবেষ্টনী ভেদ করে গ্রামগুলি উঁকিঝুঁকি দেয়। বাঁশ-বাগানের মাথায় চাঁদ উঠে আর তারই স্নিগ্ধ আলোয় গ্রামের ছোটো ছোটো ঘরগুলি ঝিক্‌ঝিক্ করে উঠে। যুগে যুগে এখানে ঐশ্বরিক শান্তি বর্ষিত হয়। এখানে সকল মানুষ হিংসা, দ্বেষ ভুলে মিলে-মিশে থাকে। মন এখানে বিহঙ্গের মতো মুক্ত—আকাশ এখানে অবারিত, জীবন এখানে ঝর্ণার মতো স্বচ্ছ-সরল। যুগে যুগে মানুষ তাই গ্রামেই পেয়েছে জীবনের স্বাদ, পেয়েছে শান্তির সরোবর।

বাংলার এই গ্রামগুলির কথা বলতে গিয়ে তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি"। কবি জীবনানন্দ এই গ্রাম বাংলা দেখে আর পৃথিবীর রূপ খুঁজতে চাননি। পল্লী কবি বন্দেআলি মিঞা বলেছিলেন, "আমাদের ছোটো গাঁয়ে ছোটো ছোটো ঘর / থাকি সেথা মিলে-মিশে নাহি কেহ পর।" কিন্তু আজ সে সব স্বপ্ন। গ্রামের শ্যামল বুকে আজ অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে। এখানে আর বুক ভরা মধু নেই—নেই প্রেম কিংবা মানুষে মানুষে বিশ্বাস। আত্মীয়তার বন্ধন শিথিল হয়েছে। পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। গ্রাম-গুলি যেন হিংসায় উন্মত্ত। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারছে না। সুখে-দুঃখে, হাসি আনন্দ তাই প্রতিবেশীকে সমানভাবে ভাগ করে নিতে দেখা যায় না। গ্রামগুলিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নেই বললেই চলে। পাড়ায় পাড়ায় সংঘর্ষ, মারামারি, রেষারেষি লেগেই আছে। গ্রামের সাদাসিধে মানুষ আজ হারিয়ে গেছে। মানুষের মনের মধ্যে স্নেহের অমৃতধারার স্রোত যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে। পাখির নীড়ের মতো শান্তিটুকু যেন ডানা মেলে উড়ে গেছে। এমন কি পাখির মধুর কলতানটুকুও যেন হারিয়ে গেছে।

কিন্তু কেন এমন হলো? গ্রামের শান্তি-বনে এত আগুন জ্বলছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে শিক্ষার দিকে। গ্রীসদেশের মনীষী সক্রেটিস বলেছিলেন—"শিক্ষার আলোতে অন্যায় পালিয়ে যাবে।" চীনদেশের জ্ঞানী পুরুষ কনফুসিয়াস বলতেন—"তিন বছর লেখাপড়া করলে ভালো না হয়ে কেউ পারে না।" সেই শিক্ষার আলোকে এখনো মানুষ তেমনভাবে আসতে পারেনি। স্বাধীনতার পর সাক্ষরতার হার বাড়লেও শিক্ষিতের হার আশানুরূপ বাড়েনি। তাই সাধারণ স্বার্থ নিয়ে চলে হানাহানি, মারা-মারি। গ্রামের সবুজ নরম ঘাসের উপর তাই লাল রক্ত ঝরে, মাঠে চাপ চাপ লাল রক্তের ছাপ পড়ে। ভাই-এর সঙ্গে ভায়ের কিংবা প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর জমি জায়গা, বাড়ী ঘর ভাগাভাগি অথবা কার কতটা সীমানা নিয়ে চলে উত্তপ্ত আলোচনা, পরে তা বিরাট আকার ধারণ করে। বর্গা জমি দখলের লড়াইয়ে গ্রামগুলি বেশী উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ধানকাটা এবং ফসল বপনের সময়ে চলে সংঘর্ষ। রক্তে বোনা ধান কাটতে গিয়ে কত যে রক্ত ঝরে তার শেষ নেই। গ্রাম্য কোন্দল, গৃহবিবাদ থেকেই বেশীর ভাগ মানুষ খুন হচ্ছে। খুনের বদলা চলে খুন। একসঙ্গে চার/পাঁচটি কিংবা একই পরিবারের সব সদস্যকে একসঙ্গে হাঁস-মুরগীর মতো জবাই করার ঘটনা অহরহ ঘটছে। পুলিশ আসে। গুচ্ছ-গুচ্ছ টাকা নিয়ে চলে যায়। খুনের বিচার কখনই হয় না—"বিচারের বাণী নীরবে-নিভৃতে কাঁদে" কখনো আবার ব্যক্তিগত আক্রোশের খুনের ঘটনায় রাজনীতির রং লেগে তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। শত্রুপক্ষের পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মারা, খড়ের গাদায় কিংবা ঘরের চালে আগুন লাগানো—এসবের সঙ্গে সঙ্গে চলে শত্রুপক্ষের বাড়ীতে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই অথবা মেয়েদের শ্লীলতাহানির ঘটনা। গ্রামের মানুষ আজ নিজেরাই গোপনে শক্তিশালী বোমা বানাচ্ছে। ঘরে ঘরে আজ অবৈধ পিস্তল, বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র। মজুত করা এই অস্ত্র সামান্য কারণেই মানুষের মন উত্তেজিত করে দেয়। তার ফল হয় ভয়াবহ। গ্রামের কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে তা নিয়েও চলে নেতৃত্বের লড়াই। তখন ভাড়াটিয়া সমাজবিরোধীদের ডাক পড়ে। গ্রামে যেন সমাজ বিরোধীরাই শেষ কথা। মানুষের সঙ্গে মানুষের তাই দূরত্ব ক্রমেই বাড়ছে। সমাজ বিরোধীদের অত্যাচার, শত্রুপক্ষের হিংস্র ছোবলের হাত থেকে বাঁচার জন্য তাই গ্রামের মানুষ শহরের দিকে ছুটে চলেছে—শুধু একফোঁটা শান্তি আর সুখের সন্ধানে।

কিন্তু শহরও শান্তি আর সুখের বার্তা এনে দিতে পারছে না। গ্রামের শ্যামল আবেষ্টনী ভেদ করে যে অশান্তির লেলিহান শিখা জ্বলে উঠেছে তা শহরকেও গ্রাস করেছে। তাই আর রক্ত নয় ভালোবাসা দিয়েই গড়ে তুলতে হবে গ্রামের মজবুত ভিত, সংঘর্ষ নয়—মিলনই হোক আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র।

## কোন এক কুম্ভকর্ণের দেশ

(কাল্পনিক দেশের কাহিনী)

*মনি সেন*

সম্প্রতি জানা গেল পৃথিবীতে একটা দেশ আছে—আজব দেশ—নাম কুম্ভকর্ণের দেশ। কে যে এমন নাম দিয়েছিল ভগবান জানেন। তা সে দেশের এমন প্রচার, এত নাম ডাক ইতিপূর্বে শোনা যায়নি—কেই বা জানত একটা দেশের নাম কুম্ভকর্ণের দেশ। তা জানা গেল পৃথিবীতে অনুষ্ঠেয় বড় বড় দেশের মান্যগণ্য নেতারা যখন দেশের বিভিন্ন সমস্যাগুলি তুলে ধরছেন, সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যায় তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, এমন কি অনিদ্রায় ভুগছেন তখন কুম্ভকর্ণের দেশের নেতা কোন কথায় মাথা না ঘামিয়ে নাসিকা গর্জন সহযোগে নিদ্রা উপভোগ করছেন এবং তাঁর নিজের কিছু বলার সময় কাঁচা নিদ্রাভঙ্গে হয়ত বা বিরক্তি সহকারে কিছু বলছেন, নেহাত বলার জন্যই বলা! আসলে তাঁর দেশের তো কোন সমস্যাই নেই!

যেমন কোন দেশ কুম্ভকর্ণের দেশকে পরাধীন করতে পারবে না—পারবে না ঠিক নয়—চাইবে না। কারণ সেই দেশটার প্রতি লোমকূপ বিদেশী ঋণে বিকিয়ে আছে। কাজেই ঐ সমুদ্র সমান (!) ঋণের বোঝাসহ কেই বা এগিয়ে আসবে সেই দেশটা পরাধীন করতে। অতএব মাভৈ!—নিদ্রা দিতে আপত্তি কোথায়?

অথচ শোনা যায় ঐ দেশটা এক সময় নাকি পরাধীন ছিল। দেশের তরুণ, তরুণী, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দল বহু ত্যাগ, বহু বলিদানের মধ্য দিয়ে দেশটিকে স্বাধীন করেছিলেন। কিন্তু এমনভাবে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবেন এখনকার নেতারা সেদিনের নেতারা তা ভাবতেই পারেননি। আসলে সেদিনের নেতারা ছিলেন বোকা আর বর্তমানের নেতারা হলেন চালাক—ধুরন্ধর! অতএব ব্যবস্থা পাকা—দেশ আর কখনও পরাধীন হবে না!

তা ঐ কুম্ভকর্ণের দেশে আর কোন সমস্যা কি নেই! থাকতে পারে কিন্তু দেখছে কে? সবাই যে সে দেশে নিদ্রাচ্ছন্ন। সেখানে অন্নবস্ত্রের অভাব আছে, ইচ্ছা করলেই কেহ লেখাপড়া শিখতে পারে না—সে সুযোগ নেই, নেই সুচিকিৎসার ব্যবস্থা, দ্রব্যমূল্য দিনকে দিন আকাশছোঁয়া হচ্ছে, চারিদিকে ভয়াবহ বেকার সমস্যা, গুণ্ডা মাফিয়াতে দেশ ভরে গেছে, কালোবাজারী মজুতদাররা লুটেপুটে খাচ্ছে, নেতাদের লুটে নেওয়ার পালা—ছোট থেকে বড় সকলের—বেতনের স্কেলের মত মপেড—স্কুটার—ট্যাক্সি—বড় গাড়ী—জাহাজ—প্লেন ইত্যাদি। সময়ের সুযোগে হয়েছে ছোট বাড়ী, বড় বাড়ী, একতল, দ্বিতল, বহুতল, বহু বাড়ী, বহু অর্থ, বহু সোনাদানা, জমি জিরেত। সমাজ বিরোধীদের পোয়া বারো! হঠাৎ সেদেশে কারও যদি অসময়ে নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং প্রশ্ন তোলে এসব হচ্ছেটা কি? 'অন্ন চাই—অন্ন চাই', 'শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে—দিতে হবে', 'কালোবাজারী মজুতদারী দূর হটো দূর হটো' এবং আরও কিছু অম্ল তিক্ত কথা,—বেফাঁস কথাবার্তা মুখ দিয়ে বের হওয়া মাত্র—মারো গুলি—গুলি মেরে একবারে ঘুম পাড়িয়ে দাও তাকে! কুম্ভকর্ণের দেশে ঘুম থেকে ওঠা মানা!


**জায়গা বিক্রি**

রঘুনাথগঞ্জ এফ, সি, আই গোডাউনের নিকট দুটি বাড়ির প্লট বিক্রয় আছে (৩০ ফুট×৩৭½ ফুট/৫০ ফুট×২৯ ফুট)।

যোগাযোগ করুন—

উল ভাণ্ডার, ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ।

ফোন—৬৬৩৯৯ (দোকান), ৬৬৭৯৯ (বাড়ী)।

*নব-বর্ষের প্রীতি ও সাদর সম্ভাষণ জানাই—*

এখানে বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দিতে যে কোন রবার ষ্ট্যাম্প এক ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

**বন্ধু কর্ণার**

অজিত বারিক, রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

**কার্ডস ফেয়ার**

এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়।

*রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ*


### আজও ওয়ার্ড কমিটি না হওয়ায় পুরবাসীরা ক্ষুব্ধ

ধুলিয়ান: এই পুরসভার বর্তমান কমিশনাররা বিগত দু' বছর যাবৎ বোর্ড পরিচালনা করলেও আজ পর্যন্ত কোন ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হয়নি। তদুপরি বহু প্রচেষ্টায় ১৩ নং ওয়ার্ডে যে ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হয়, তাও কার্যকরী করা হয়নি। সে কারণে এই পুরসভার উন্নয়নমূলক কাজ ঠিকমত হচ্ছে না দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থিত মানুষদের স্বল্পমূল্যে খাদ্য-শস্য রেশনে দেওয়ার স্কীম এখনও চালু হয়নি। ফলে জনগণের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে বলে জানা যায়।


বিবাহ ও যে কোন অনুষ্ঠানে ভিডিও ও ষ্টিল ফটোগ্রাফি করা হয়।

**পার্থ সেন**

*(কলিকাতা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত)*

যোগাযোগ—

ডলফিন, রঘুনাথগঞ্জ

PH 03483/66437

বাড়ী—জঙ্গিপুর বাবুবাজার

**ETDC**

( A unit of Govt. of West Bengal )

**Stands for Quality & Reliability**

**SERVICES**

**( TESTING )**

- Test & evaluation
- Calibration
- Technical Information

**Quality Advisory Service -:- Computer Consultancy**

**TRAINING**

COMPUTER Courses / ELECTRONICS

O'level - Unix - 'C' language, Colour T.V. & Others

**Marketing under common brand**

**WEBSI** Detergent, Lamp, Dry Cell Battery

**Electronics Test & Development Centre**

WEST BENGAL

4/2, B. T. Road, Calcutta-700056 ( Fax 5534520, Phone : 553 3370 )

## মুর্শিদাবাদ স্কুল অফ স্পোর্টস ট্রেনিং-এর উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২১ এপ্রিল বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানে মুর্শিদাবাদ স্কুল অফ স্পোর্টস ট্রেনিং-এর উদ্বোধন করলেন স্পোর্টস অথরিটি অফ ইণ্ডিয়া, পূর্বাঞ্চল শাখার রিজিওন্যাল ডাইরেক্টর সৌমেন চৌধুরী। কিছুদিনের মধ্যেই রঘুনাথগঞ্জে ট্রেনিং স্কুলের একটি শাখা উদ্বোধন হবে বলে মহকুমার দায়িত্বপ্রাপ্ত পার্থসারথী নাথ ও সুবোধ দাস আমাদের প্রতিনিধিকে জানান। সভাধিপতি নৃপেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন এই জেলার প্রখ্যাত ফুটবলার বীরেন রায়। ট্রেনিং স্কুলটিতে মূলতঃ দশ থেকে ষোল বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের এ্যাথলেটিকস, ফুটবল, ক্রিকেট, ভলি প্রভৃতিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

## লোকনৃত্যে স্বর্ণপদক পেলেন স্থানীয় শিক্ষক

নবারুণ, দিবাকর ঘোষ : বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের ৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে লোকনৃত্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন এনটিপিসির আর্ট কলেজের কর্ণধার ও হাইস্কুলের শিক্ষক অভিজিৎ রায় চৌধুরী। পরিষদের জেলা ভিত্তিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গত ১৬ মার্চ বহরমপুর রবীন্দ্র ভবনে সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রী রায় চৌধুরীকে স্বর্ণপদক দেন। এর পূর্বে রায় চৌধুরী আরও চারবার স্বর্ণপদক ছাড়াও বহু পুরস্কার লাভ করেছেন। বর্তমানে তিনি আন্তর্জাতিক আর্ট প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। অভিজিৎবাবু শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাত্র ছিলেন। তাঁর এক ছাত্রও সর্বভারতীয় অঙ্কন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করেছেন বলে জানা যায়।


বিশেষ আকর্ষণ : বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।



বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯


### ২০০ কোটি টাকা মঞ্জুর ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

বাকী ২০ শতাংশ বহন করবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার। রূপায়ণের দায়িত্বে থাকবেন জেলা গ্রামোন্নয়ন সংস্থা এবং জেলা পরিষদ। কৃষকদের যে অর্থ দেওয়া হবে তার মধ্যে তপশিলী জাতি ও উপজাতি-ভুক্ত কৃষকরা ভরতুকী পাবেন ৭৫ শতাংশ এবং অন্যান্য জাতিভুক্তরা ৫০ শতাংশ। প্রতিবন্ধী কৃষকরা পাবেন ৭৫ শতাংশ ভরতুকী। ভরতুকীর সর্বোচ্চ সীমা ৪০ হাজার টাকা। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে একর পিছু ৫ হাজার টাকা সর্বোচ্চ ভরতুকী দেওয়া হবে। তবে কাউকেই ১২,৫০০ টাকার বেশী ভরতুকী দেওয়া হবে না।

### কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় মারধোর ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

দুষ্কৃতি মারধোর করে ও শাসায়। গত ১৯ এপ্রিল দুপুরে আবার দুষ্কৃতিরা সশস্ত্র অবস্থায় এঁদের ভয় দেখায় ও সিপিএম ছেড়ে কংগ্রেসে যাওয়ার জন্য প্রাণনাশেরও হুমকী দেয়। ঐ ৪ জনকে ভয় দেখিয়ে আবার ফিরিয়ে এনে পঞ্চায়েত দখলের ষড়যন্ত্র চলছে বলে জানা যায়। সুতীথানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে বলে খবর।


পছন্দসই টেকসই

সব বয়সেই মানানসই

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

( হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার )

রেজিঃ নং-২০ ★ তারিখ-২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ॥ পোঃ গনকর ॥ জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং-৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল, জামদানী জাকার্ড, স্যাটিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

| | | |
|---|---|---|
| সনাতন দাস | ধনঞ্জয় কাদিয়া | সনাতন কালিদহ |
| সভাপতি | ম্যানেজার | সম্পাদক |

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

( সবজী বাজারের বিপরীত দিকে )

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক— ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস ( কলি ), পি. ই. টি ( ডাব্লু. টি ), এফ. ডাব্লু. টি ( আই. আর. সি. এস )

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুজ, পোলিও এবং প্যারালেসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনসট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্ষ্ট-এড বক্স এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ— হারনিয়াল বেল্ট, এল এস বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার, কানের ভলুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।


রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।